কালের কণ্ঠ

তারিখ 07 MAY 2014
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬

অপহরণের আধা ঘণ্টা পর এইচএসসি পরীক্ষার্থী উদ্ধার

মূল হোতাসহ গ্রেপ্তার ৫

চকরিয়া প্রতিনিধি ▶

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় পরীক্ষাকেন্দ্রের গেট থেকে এইচএসসি পরীক্ষার্থী এক ছাত্রীকে ফিল্মি স্টাইলে অপহরণের আধাঘণ্টা পরই উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। ঘটনার মূল হোতা বখাটে সেলিমসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জব্দ করা হয়েছে অপহরণে ব্যবহৃত মাইক্রোবাসটিও। এদিকে আহত ওই ছাত্রীকে স্থানীয় একটি প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখান থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে পরীক্ষাকেন্দ্রে এসে বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা দিয়েছেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার সকালে চকরিয়া কলেজ গেটের সামনে অপহরণের এ ঘটনা ঘটে।

ওই ছাত্রীর নাম রোমানা ইফ্ফাত নূরী (২০)। তিনি চকরিয়া আবাসিক মহিলা কলেজের বাণিজ্য বিভাগ থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন। তিনি উপজেলার লক্ষ্যারচর ইউনিয়নের ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

অপহরণের আধা ঘণ্টা পর

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

জিন্দাবাজার এলাকার মাস্টার মাওক আহমদের মেয়ে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বাড়ি থেকে চকরিয়া কলেজ কেন্দ্রে আসছিলেন রোমানা। কেন্দ্রের গেটে পৌঁছার পরই ওত পেতে থাকা অপহরণকারীরা অস্ত্রের মুখে তাঁকে মাইক্রোবাসে তুলে চট্টগ্রামের দিকে রওনা দেয়। খবর পেয়ে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের বানিয়ারছড়া, বরইতলী ও হারবাংসহ বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে যানবাহনে তল্লাশি শুরু করে। বানিয়ারছড়া পাহাড়ি এলাকায় পুলিশি ব্যারিকেডের মুখে পড়ে মাইক্রোবাস থেকে রোমানাকে ফেলে দিয়ে অন্য পথ দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অপহরণকারীরা। এ সময় পুলিশ তাদের পিছু নেয়। স্থানীয়রা টের পেয়ে মাইক্রোবাসটি ঘেরাও করে অপহরণকারীদের ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ রোমানাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে চকরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসাইন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অপহরণকারীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ও মাইক্রোবাস থেকে ফেলে দেওয়ায় মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পেয়েছে রোমানা। এর পরও সে বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা দেওয়ার আগ্রহ দেখানোয় প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে অ্যাম্বুল্যান্সের ভেতর তার পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।'

চকরিয়া থানার ওসি প্রভাষ চন্দ্রধর কালের কণ্ঠকে জানান, অপহরণের খবর পেয়েই রোমানাকে উদ্ধারে পুলিশের কয়েকটি টিম মাঠে নামে। এ ছাড়া মহাসড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে ব্যারিকেড বসিয়ে তল্লাশি শুরু করে হাইওয়ে পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় অপহরণকারীদের মিশন ব্যর্থ হয়। এ ঘটনায় রোমানার বড় ভাই বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করেছেন।

মাইক্রোবাসসহ গ্রেপ্তারকৃত চার অপহরণকারী হলো চকরিয়ার কোনাখালী ইউনিয়নের কোনাখালী গ্রামের মো. ইসহাকের ছেলে শেখ সালাহউদ্দিন (২৮) ও একই ইউনিয়নের বাংলাবাজার এলাকার আবদুল জব্বারের ছেলে পরীব উল্লাহ (২৫), পশ্চিম বড় ভেওলা ইউনিয়নের চৌয়ারফাঁড়ি এলাকার আলী আহমদের ছেলে ও মাইক্রোবাসচালক নাসির উদ্দিন (২৭) এবং মোহাম্মদ কাদুর ছেলে ও মাইক্রোবাসের হেলপার মো. আমান উদ্দিন (৩০)। এর মধ্যে সালাহউদ্দিন ও পরীব উল্লাহর বিরুদ্ধে ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। কক্সবাজার সদর সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মুহাম্মদ ফালেহ-উজ-জামান জানান, গতকাল সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে জসীম উদ্দিনের বাড়ি থেকে ঘটনার মূল হোতা বখাটে সেলিমকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

রোমানার বড় ভাই আ স ম মহিউদ্দিন মোমেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কয়েক মাস আগে পৌরসভার বিনামারা গ্রামের জাফর আহমদ কম্পানির ছেলে সেলিম লোকজন নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসে। এ সময় সেলিম সরাসরি আমার বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সেলিম কিছু পড়ালেখা করলেও বখাটে হওয়ায় তার সঙ্গে বোনের বিয়ে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই আমরা। হয়তো এ কারণেই রোমানাকে অপহরণ করে সেলিম। এ কাজে সেলিম পেশাদার লোকজনকে ভাড়া করেছিল।'